[১][প্রথম তফসিল

[ধারা ২(১-ক), (৬৭) এবং ধারা ১৫১ দ্রষ্টব্য]

স্থায়ী আংশিক অক্ষমতা বলে বিবেচিত আঘাতের তালিকা

প্রথম অংশ:	স্থায়ী পূর্ণ অক্ষমতা	
ক্রমিক নং	আঘাতের বিবরণ	ক্ষতির শতকরা হার (%)
১	উভয় চোখের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারানো	১০০%
২	উভয় পা গোড়ালি বা তার উপরে থেকে হারানো	১০০%
৩	উভয় হাত কব্জি বা তার উপরে থেকে হারানো	১০০%
৪	স্থায়ী মস্তিষ্ক ক্ষতির ফলে মানসিক অক্ষমতা যাহা কর্মীকে উপার্জনক্ষম করে না	১০০%
৫	মুখমণ্ডলের গুরুতর বিকৃতি	১০০%
৬	কোয়াড্রিপ্লেজিয়া (চার অঙ্গ পক্ষাঘাত)	১০০%
৭	প্যারাপ্লেজিয়া (নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাত)	১০০%
৮	হেমিপ্লেজিয়া (অর্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত)	১০০%
৯	এক হাত বা এক পা সম্পূর্ণরূপে হারানো	১০০%
১০	সম্পূর্ণ বধিরতা	১০০%
দ্বিতীয় অংশ	স্থায়ী আংশিক অক্ষমতা	
	উর্ধ্বাঙ্গের অঙ্গহানি	
১১	উর্ধ্ববাহুর (আর্ম) প্রথম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত	৭০%
১২	উর্ধ্ববাহুর (আর্ম) মধ্যম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত	৬৫%
১৩	উর্ধ্ববাহুর (আর্ম) শেষ তৃতীয়াংশ থেকে কনুই-এর নিচ পর্যন্ত	৬০%
১৪	কনুইর নিচ থেকে কব্জি পর্যন্ত	৫০%
১৫	কব্জি হতে হাতের পাতার (পাল্ম) মধ্য অংশ পর্যন্ত	৫০%
১৬	এক হাতের চার আঙুল হারানো	৫০%
১৭	এক হাতের তিন আঙুল হারানো	৩০%
১৮	এক হাতের দুই আঙুল হারানো	২০%
	ডান বা বাম হাতের আঙুলের অঙ্গহানি	
	বৃদ্ধাঙ্গুল	
১৯	সম্পূর্ণ বৃদ্ধাঙ্গুলি	৩০%
২০	আংশিক বৃদ্ধাঙ্গুলি হারানো (আইপি জয়েন্ট পর্যন্ত)	১৫%
২১	বৃদ্ধাঙ্গুলির ডিস্টাল ফ্যালাঞ্জের অর্ধেক	১০%

[১] প্রথম তফসিল বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৪৩ নং আইন) এর ৯০ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

২২	বৃদ্ধাঙ্গুলির ডিস্টাল ফ্যালাঞ্জের কমপক্ষে এক-চতুর্থাংশ	৫%
২৩	হাড়ের ক্ষতি ছাড়া অগ্রভাগ (টিপ অফ ফিঙ্গার)	৫%
	তর্জনী	
২৪	সম্পূর্ণ	১৪%
২৫	দুই ক্ষুদ্র অস্থি (ফ্যালাঞ্জ)	১১%
২৬	এক ক্ষুদ্র অস্থি (ফ্যালাঞ্জ)	৯%
২৭	হাড়ের ক্ষতি ছাড়া অগ্রভাগ (টিপ অফ ফিঙ্গার)	৫%
	মধ্যমা	
২৮	সম্পূর্ণ	১২%
২৯	দুই ক্ষুদ্র অস্থি (ফ্যালাঞ্জ)	৯%
৩০	এক ক্ষুদ্র অস্থি (ফ্যালাঞ্জ)	৭%
৩১	হাড়ের ক্ষতি ছাড়া অগ্রভাগ (টিপ অফ ফিঙ্গার)	৫%
	অনামিকা/কনিষ্ঠা	
৩২	সম্পূর্ণ	৭%
৩৩	দুই ক্ষুদ্র অস্থি (ফ্যালাঞ্জ)	৬%
৩৪	এক ক্ষুদ্র অস্থি (ফ্যালাঞ্জ)	৫%
৩৫	হাড়ের ক্ষতি ছাড়া অগ্রভাগ (টিপ অফ ফিঙ্গার)	৫%
	নিম্নাঙ্গের অঙ্গহানি	
	আঘাতের বিবরণ	**ক্ষতির শতকরা হার (%)**
৩৬	কোমরের (হিপ জয়েন্ট) নিচ থেকে উরুর (থাই) প্রথম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত	৮০%
৩৭	কোমরের (হিপ জয়েন্ট) নিচ থেকে উরুর (থাই) মধ্যম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত	৭০%
৩৮	কোমরের (হিপ জয়েন্ট) নিচ থেকে উরুর (থাই) শেষ তৃতীয়াংশ পর্যন্ত	৬০%
৩৯	কোমরের নিচে উরুর (থাই) শেষ তৃতীয়াংশ থেকে হাটুর নিচের পায়ের প্রথম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত	৫০%
৪০	হাটু (নি জয়েন্ট) নিচে পায়ের মধ্যম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত	৪০%
৪১	পায়ের মধ্যম তৃতীয়াংশ থেকে গোড়ালী পর্যন্ত	৩০%
৪২	পায়ের পাতার মধ্যভাগ পর্যন্ত	২৫%
৪৩	উভয় পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত সম্পূর্ণ হারানো	৯০%
৪৪	উভয় পায়ের পাতার অস্থির সহিত আঙ্গুলের অস্থিসন্ধি অগ্রভাগে সম্পূর্ণ হারানো (মেটাটারসো-ফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্টের অগ্রভাগে)	৮০%

৪৫	উভয় পায়ের পাতার অস্থির সহিত আঙ্গুলের অস্থিসন্ধি বরাবর সকল আঙ্গুল হারানো	৪০%
৪৬	উভয় পায়ের সকল আঙ্গুল হারানো (ক্ষুদ্র অস্থিসন্ধি পর্যন্ত)	৩০%
৪৭	এক পায়ের পাতার অস্থির সহিত আঙ্গুলের অস্থিসন্ধি পর্যন্ত সকল আঙ্গুলি হারানো (মেটাটারসো-ফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট)	২০%
৪৮	বৃদ্ধাঙ্গুলির দুই ক্ষুদ্র অস্থি (ফ্যালাঞ্জ)	১০%
৪৯	বৃদ্ধাঙ্গুলির এক ক্ষুদ্র অস্থি (ফ্যালাঞ্জ)	৩%
	পায়ের অন্য আঙুল	
৫০	পায়ের পাতার অস্থির সহিত আঙ্গুলের অস্থিসন্ধি পর্যন্ত	৫%
৫১	আঙ্গুলের ক্ষুদ্র অস্থি (ফ্যালাঞ্জেস)হারানো	২%
	বৃদ্ধাঙ্গুল ছাড়া এক পায়ের দুইটি আঙ্গুল	
৫২	পায়ের পাতার অস্থির সহিত আঙ্গুলের অস্থিসন্ধি পর্যন্ত	৫%
৫৩	আঙ্গুলের ক্ষুদ্র অস্থি (ফ্যালাঞ্জেস)হারানো	২%
	বৃদ্ধাঙ্গুল ছাড়া এক পায়ের তিনটি আঙ্গুল	
৫৪	পায়ের পাতার অস্থির সহিত আঙ্গুলের অস্থিসন্ধি পর্যন্ত	৬%
৫৫	আঙ্গুলের খুদ্র অস্থি (ফ্যালাঞ্জেস)হারানো	৩%
	বৃদ্ধাঙ্গুল ছাড়া এক পায়ের চারটি আঙ্গুল	
৫৬	পায়ের পাতার অস্থির সহিত আঙ্গুলের অস্থিসন্ধি পর্যন্ত	৯%
৫৭	আঙ্গুলের ক্ষুদ্র অস্থি (ফ্যালাঞ্জেস)হারানো	৫%
	ঘ্রাণশক্তি	
৫৮	ঘ্রাণশক্তি সম্পূর্ণ হারানো	২০%
	দৃষ্টিশক্তি	
৫৯	এক চোখ (আইবল) সম্পূর্ণ হারানো (আঘাত জনিত কারণে)	৪৫%
৬০	এক চোখের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারানো	৪০%
৬১	দৃষ্টিশক্তি আংশিক হারানো	১৫%
৬২	এক চোখে ছানি বা অ্যাফাকিয়া	১০%
৬৩	উভয় চোখে অ্যাফাকিয়া	২০%
৬৪	উভয় চোখের টেম্পোরাল দৃষ্টিক্ষেত্র (হেমিয়ানোপসিয়া)	২৫%
৬৫	উভয় চোখের নেজাল দৃষ্টিক্ষেত্র (হেমিয়ানোপসিয়া)	২০%
৬৬	সব দৃষ্টিক্ষেত্রে ডিপ্লোপিয়া (দ্বিদৃষ্টি)	২০%

৬৭	স্কোটোমা, অবস্থান ও মাত্রা অনুযায়ী	১০% - ১৬%
	শ্রবণশক্তি	
৬৮	এক কানে শোনার ক্ষমতা সম্পূর্ণ ও আকস্মিকভাবে হারানো	৩০%
৬৯	উভয় কানে শ্রবণশক্তি হ্রাস (মাত্রা অনুযায়ী)	৪০% - ৬০%
৭০	টিনিটাস (কানে শোঁ শোঁ শব্দ)	১০%
	পেরিফেরাল নার্ভ ইঞ্জুরি (স্থায়ীভাবে)	
	উর্ধ্ববাহু	
৭১	ব্র্যাকিয়াল প্লেক্সাস ইঞ্জুরি	৭০%
৭২	রেডিয়াল নার্ভ ইঞ্জুরি	৫০%
৭৩	মিডিয়াল নার্ভ ইঞ্জুরি	৪০%
৭৪	আলনার নার্ভ ইঞ্জুরি	৩০%
	নিম্নবাহু	
৭৫	সায়াটিক নার্ভ ইঞ্জুরি	৭০%
৭৬	কমন পেরোনিয়াল নার্ভ ইঞ্জুরি	৩০%
	সার্ভিকাল, থোরাসিক ও লাম্বার স্পাইন কার্যকারিতা (ব্যক্তিগত বিবেচনা)	
৭৭	সামান্য কার্যকারিতা হ্রাস (দৈনন্দিন কাজকর্মে সামান্য বিঘ্ন)	০% - ৫%
৭৮	মাঝারি কার্যকারিতা হ্রাস (চিকিৎসার প্রয়োজন, দৈনন্দিন কাজে কিছু বিঘ্ন)	৬% - ২৫%
৭৯	গুরুতর কার্যকারিতা হ্রাস (চিকিৎসা প্রয়োজন, ব্যক্তিগত দক্ষতা হ্রাস)	২৬% - ৫০%
৮০	অত্যন্ত গুরুতর কার্যকারিতা হ্রাস (অন্যের সহায়তা প্রয়োজন)	৫১% - ৭৫%
	মস্তিষ্ক বা সেরিব্রাল জৈবিক আঘাত (ব্যক্তিগত বিবেচনা)	
৮১	সামান্য কার্যকারিতা হ্রাস (সামাজিক বা ব্যক্তিগত দক্ষতায় সামান্য বিঘ্ন)	০% - ৫%
৮২	মাঝারি কার্যকারিতা হ্রাস (চিকিৎসা প্রয়োজন, ব্যক্তিগত দক্ষতা হ্রাস)	৬% - ২৫%
৮৩	গুরুতর কার্যকারিতা হ্রাস (সামাজিক ও ব্যক্তিগত দক্ষতা হ্রাস, অন্যের তত্ত্বাবধান প্রয়োজন)	২৬% - ৫০%

৮৪	অত্যন্ত গুরুতর কার্যকারিতা হ্রাস (নির্ভরশীলতা, দৈনন্দিন জীবনে তত্ত্বাবধান প্রয়োজন)	৫১% - ৭৫%
	পেট বা বক্ষস্থলের অঙ্গ (ফুসফুস, হৃদযন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র, কিডনি, অন্তঃস্রাবী, রক্ততন্ত্র, জননতন্ত্র) (ব্যক্তিগত বিবেচনা)	
	আঘাতের বিবরণ	**ক্ষতির শতকরা হার (%)**
৮৫	সামান্য কার্যকারিতা হ্রাস	০% - ৫%
৮৬	মাঝারি কার্যকারিতা হ্রাস	৬% - ২৫%
৮৭	গুরুতর কার্যকারিতা হ্রাস	২৬% - ৫০%
৮৮	অত্যন্ত গুরুতর কার্যকারিতা হ্রাস	৫১% - ৭৫%
	পোড়া, আঘাত বা চর্মরোগের দাগ (ব্যক্তিগত বিবেচনা) দাগ দ্বারা ত্বকের গুণগত পরিবর্তন বোঝায়, যাহা নন-ভিসিয়াস বা ভিসিয়াস হতে পারে। শরীরের ১% পৃষ্ঠতল = 'হাতের তালু'। শুধুমাত্র ভিসিয়াস দাগ ক্ষতিপূরণযোগ্য। প্রকাশিত স্থানে (মাথা, হাত-পা) দাগের ক্ষতি বেশি। **নন-ভিসিয়াস দাগ:** রৈখিক, আশেপাশের ত্বকের সমান, রঙ প্রায় একই, কোনো সংকোচন বা বিকৃতি সৃষ্টি করে না। **ভিসিয়াস দাগ:** অসম, ডিপ্রেসড, গাঢ় রঙের, কেলয়েড বা হাইপারট্রফিক, সংকোচন সৃষ্টিকারী।	
৮৯	সামান্য (শরীরের ৫%-এর কম)	০% - ৫%
৯০	মাঝারি (৬% - ১০%)	৬% - ১০%
৯১	গুরুতর (১০%-এর বেশি)	১১% - ২৫%
	মানসিক রোগ (ব্যক্তিগত বিবেচনা)	
৯২	সামান্য (দৈনন্দিন কাজে সামান্য বিঘ্ন)	০% - ৫%
৯৩	মাঝারি (চিকিৎসা প্রয়োজন, সামাজিক দক্ষতা হ্রাস)	৬% - ২৫%
৯৪	গুরুতর (সামাজিক ও ব্যক্তিগত দক্ষতা হ্রাস, তত্ত্বাবধান প্রয়োজন)	২৬% - ৫০%
৯৫	অত্যন্ত গুরুতর (নির্ভরশীলতা, দৈনন্দিন জীবনে তত্ত্বাবধান প্রয়োজন)	৫১% - ৭৫%
দ্রষ্টব্য:		

১. এই তফসিলে উল্লিখিত কোনো অঙ্গ বা অঙ্গাংশের স্থায়ী ও সম্পূর্ণ কার্যকারিতা হারানোকে সেই অঙ্গ বা অঙ্গাংশের ক্ষতি বলে গণ্য করা হইবে।
২. একাধিক আঘাতের ক্ষেত্রে, যোগ্য কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় শতকরা হার বাড়ানো যাইতে পারে, তবে সর্বোচ্চ ১০০% এর বেশি হইবে না [ধারা ১৫১(২)]।
৩. এই তফসিলে উল্লেখ নেই এমন আঘাতের ক্ষেত্রে, যোগ্য কর্তৃপক্ষ তফসিলের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে শতকরা হার নির্ধারণ করিবে [ধারা ১৫১(গ)(২)]।
৪. অক্ষমতা মূল্যায়ন আঘাত স্থিতিশীল হইবার তারিখ বা ১২তম মাসে (যেটি আগে ঘটে) করিতে হইবে।

(বিএলএ-এর সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো অনুযায়ী প্রণীত)

]

[1]**[দ্বিতীয় তফসিল**

[ধারা ৮২ ও ৮৩ দ্রষ্টব্য]

নোটিশ দানযোগ্য ব্যাধির তালিকা

ক্রমিক নং	**শিরোনাম**
১	সীসা বা এর যৌগজাত বিষক্রিয়া
২	ফসফরাসজাত বিষক্রিয়া
৩	পারদজাত বিষক্রিয়া
৪	অম্রজাত (ম্যাঙ্গানিজ) বিষক্রিয়া
৫	আর্সেনিকজাত বিষক্রিয়া
৬	নাইট্রাস ফিউম বিষক্রিয়া
৭	কার্বন-বাইসালফাইড জাত বিষক্রিয়া
৮	বেঞ্জিন বা উহার সদৃশ্য কোনো বস্তুজাত বিষক্রিয়া
৯	ব্যারিলিয়ামজাত বিষক্রিয়া
১০	কার্বন-মনোক্সাইড বিষক্রিয়া
১১	ফসজেনজাত বিষক্রিয়া
১২	বিষক্রিয়াজাত বৃক্ক প্রদাহ
১৩	ক্রোমজাত ক্ষত
১৪	হেলোজেনস-জাত বিষক্রিয়া
১৫	আইসোসায়ানাইট জনিত বিষক্রিয়া
১৬	ফার্মাসিউটিক্যালস এজেন্ট জনিত বিষক্রিয়া
১৭	বিষক্রিয়া জনিত রক্তহীনতা
১৮	বিষাক্ত বস্তু হইতে উদ্ভূত বিষক্রিয়া জনিত জন্ডিস
১৯	কিটনাশকজনিত সৃষ্ট রোগ/বিষক্রিয়া
২০	অন্যান্য ক্যামিকেল/হেভিমেটাল জনিত বিষক্রিয়া
২১	উচ্চ শব্দ জনিত বধিরতা
২২	কম্পনজনিত পেশাগত ব্যাধি
ক্রমিক নং	**শিরোনাম**
২৩	এক্স-রে অথবা রেডিয়াম বা অন্য কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ জনিত কারণে দৈহিক বিকার
২৪	তাপমাত্রা (ঠান্ডা-গরম) জনিত রোগ
২৫	অ্যানথ্রাক্স
২৬	লেপটোস্পাইরোসিস
২৭	যক্ষা
২৮	ভাইরাস জনিত হেপাটাইটিস
২৯	সিলিকোসিস

[1] দ্বিতীয় তফসিল বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৪৩ নং আইন) এর ৯১ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৩০	বাইসাইওনসিস
৩১	এ্যাসবেসটসিস
৩২	সাইডেরোসিস
৩৩	কয়লা খনি শ্রমিকগণের নিউমোকনিওসিস
৩৪	অন্যান্য নিউমোকনিওসিস ও পেশাগত এ্যাজমা
৩৫	রাসায়নিক পদার্থ এবং রংয়ের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার কারণে উদ্ভূত পেশাগত বা স্পর্শজনিত চর্ম প্রদাহ
৩৬	খনিজ তেল এবং খনিজ তেল মিশ্রিত কোনো যৌগিক পদার্থের কারণে উদ্ভূত তৈলাক্ত ব্রণ অথবা চর্ম প্রদাহ
৩৭	পেশাগত বিভিন্ন ক্যান্সার
৩৮	কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম (Computer Vision Syndrome) (নূতন সংযোজন)
৩৯	মাস্কুলোস্কেলেটাল ডিজঅর্ডারস (MSDs) (নূতন সংযোজন)
৪০	মানসিক চাপ ও ডিপ্রেশনজনিত পেশাগত ব্যাধি (নূতন সংযোজন)
৪১	পেশাগত অ্যালার্জি ও শ্বাসকষ্ট (নূতন সংযোজন)
৪২	ই-ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট খাতে হেভি মেটাল বিষক্রিয়া (নূতন সংযোজন)
৪৩	অ্যাসবেস্টস বিকল্প পদার্থ ও মাইক্রোপ্লাস্টিক জনিত ফুসফুসের রোগ (নূতন সংযোজন)
৪৪	শব্দ ও আলোক দূষণজনিত মানসিক চাপ (নূতন সংযোজন)
৪৫	কৃষিতে কীটনাশক-সার সংস্পর্শজনিত স্নায়বিক রোগ (নূতন সংযোজন)
৪৬	সংক্রমণজনিত নূতন ঝুঁকি (যেমন কোভিড-১৯ ও অনুরূপ ভাইরাসজনিত রোগ) (নূতন সংযোজন)
৪৭	ত্বকের ক্যান্সার (Skin Cancer) (নূতন সংযোজন)

]

[১][তৃতীয় তফসিল

[ধারা ১৫০ (৩) দ্রষ্টব্য]

পেশাগত ব্যাধির তালিকা

ক-অংশ

১। কর্মক্ষেত্রের কার্যক্রম হইতে উদ্ভূত উপাদানগুলোর সংস্পর্শে সৃষ্ট পেশাগত রোগসমূহ

১.১। রাসায়নিক উপাদান দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.১। বেরিলিয়াম বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.২। ক্যাডমিয়াম বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.৩। ফসফরাস বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.৪। ক্রোমিয়াম বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.৫। ম্যাঙ্গানিজ বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.৬। আর্সেনিক বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.৭। পারদ বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.৮। সীসা বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.৯। ফ্লুরিন বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.১০। কার্বন ডিসালফাইড দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.১১। অ্যালিফ্যাটিক বা অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের হ্যালোজেন ডেরিভেটিভ দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.১২। বেনজিন বা তার সমজাতীয় যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.১৩। বেনজিন বা তার সমজাতীয় যৌগের নাইট্রো ও অ্যামিনো ডেরিভেটিভ দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.১৪। নাইট্রোগ্লিসারিন বা অন্যান্য নাইট্রিক অ্যাসিড ইস্টার দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.১৫। অ্যালকোহল, গ্লাইকোল বা কিটোন দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.১৬। দমবন্ধকারী গ্যাস যেমনঃ কার্বন মনো-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, হাইড্রোজেন সায়ানাইড বা এর ডেরিভেটিভ

১.১.১৭। অ্যাক্রিলোনাইট্রাইল দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.১৮। নাইট্রোজেন অক্সাইড দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.১৯। ভ্যানেডিয়াম বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.২০। অ্যান্টিমনি বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.২১। হেক্সেন দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.২২। খনিজ অ্যাসিড দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.২৩। ফার্মাসিউটিক্যাল উপাদান দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.২৪। নিকেল বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.২৫। থ্যালিয়াম বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.২৬। ওসমিয়াম বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.২৭। সেলেনিয়াম বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.২৮। কপার বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ

১.১.২৯। প্লাটিনাম বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ

---

[১] তৃতীয় তফসিল বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৪৩ নং আইন) এর ৯২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

১.১.৩০। টিন বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৩১। জিঙ্ক বা এর যৌগ দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৩২। ফসজিন দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৩৩। বেঞ্জোকুইনোন-এর মতো কর্নিয়া উত্তেজক দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৩৪। অ্যামোনিয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৩৫। আইসোসায়ানেট দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৩৬। কীটনাশক দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৩৭। সালফার অক্সাইড দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৩৮। জৈব দ্রাবক দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৩৯। ল্যাটেক্স বা ল্যাটেক্সযুক্ত পণ্য দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৪০। ক্লোরিন দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.১.৪১। অন্যান্য রাসায়নিক উপাদান (যা উপরোক্ত তালিকায় নেই) যাহা কর্মক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত এবং বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত বা জাতীয় প্রেক্ষাপটে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সম্পর্কিত রোগ সৃষ্টি করে

১.২। শারীরিক উপাদান (ফিজিক্যাল এজেন্ট) দ্বারা সৃষ্ট রোগ:-

১.২.১। শব্দ দ্বারা শ্রবণক্ষমতা হ্রাস
১.২.২। কম্পন দ্বারা সৃষ্ট রোগ (পেশি, টেন্ডন, হাড়, জয়েন্ট, স্নায়ু বা রক্তনালীর ব্যাধি)
১.২.৩। চাপে বা কম চাপে বায়ুর সংস্পর্শে সৃষ্ট রোগ
১.২.৪। আয়নাইজিং রেডিয়েশন দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.২.৫। অপটিক্যাল রেডিয়েশন (UV, দৃশ্যমান আলো, ইনফ্রারেড) সহ লেজার দ্বারা সৃষ্ট রোগ
১.২.৬। চরম তাপমাত্রার সংস্পর্শে সৃষ্ট রোগ
১.২.৭। অন্যান্য শারীরিক উপাদান যাহা পূর্বের তালিকায় নেই, কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত

১.৩। জীবাণু ও সংক্রমণ/পরজীবী রোগসমূহ:-

১.৩.১। ব্রুসেলোসিস
১.৩.২। হেপাটাইটিস ভাইরাস
১.৩.৩। এইচআইভি
১.৩.৪। টিটেনাস
১.৩.৫। যক্ষ্মা
১.৩.৬। ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট টক্সিক বা প্রদাহজনক সিনড্রোম
১.৩.৭। অ্যানথ্রাক্স
১.৩.৮। লেপ্টোস্পাইরোসিস
১.৩.৯। অন্যান্য জৈব উপাদান দ্বারা সৃষ্ট রোগ যেখানে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রয়েছে

খ-অংশ

২। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনুযায়ী পেশাগত রোগসমূহ:-

২.১। শ্বাসতন্ত্রের রোগ
২.১.১. ফাইব্রোজেনিক খনিজ ধুলা দ্বারা সৃষ্ট নিউমোকোনিওসিস (সিলিকোসিস, অ্যানথ্রাকো-সিলিকোসিস, অ্যাসবেস্টোসিস)
২.১.২. সিলিকোটিউবারকুলোসিস
২.১.৩. অ-ফাইব্রোজেনিক খনিজ ধুলা দ্বারা সৃষ্ট নিউমোকোনিওসিস

২.১.৪. সাইডেরোসিস
২.১.৫. হার্ড-মেটাল ধুলা দ্বারা সৃষ্ট ব্রঙ্কোপালমোনারি রোগ
২.১.৬. তুলা (বাইসিনোসিস), ফ্ল্যাক্স, হেম্প, সিসাল বা আখের ধুলা (বাগাসোসিস) দ্বারা সৃষ্ট ব্রঙ্কোপালমোনারি রোগ
২.১.৭. স্বীকৃত সংবেদনশীলতা সৃষ্টিকারী উপাদান দ্বারা সৃষ্ট কর্ম-সম্পর্কিত হাঁপানি
২.১.৮. জৈব ধুলা বা মাইক্রোবায়াল দূষিত অ্যারোসল শ্বাস নেওয়ার ফলে সৃষ্ট এক্সট্রিনসিক অ্যালার্জিক অ্যালভিওলাইটিস
২.১.৯. কয়লা ধুলা, পাথরের খনি ধুলা, কাঠের ধুলা, শস্য ও কৃষি কাজের ধুলা, পশু খামারের ধুলা, টেক্সটাইল ও কাগজের ধুলা শ্বাস নেওয়ার ফলে সৃষ্ট দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসকষ্টজনিত রোগ
২.১.১০. অ্যালুমিনিয়াম দ্বারা সৃষ্ট ফুসফুসের রোগ
২.১.১১. উপরের শ্বাসনালির রোগ, স্বীকৃত সংবেদনশীলতা সৃষ্টিকারী উপাদান দ্বারা সৃষ্ট
২.১.১২. অন্যান্য শ্বাসযন্ত্রের রোগ যেখানে বৈজ্ঞানিকভাবে বা প্রাসঙ্গিক পদ্ধতিতে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে

২.২। চর্মরোগ:-

২.২.১. কর্মক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত স্বীকৃত অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী উপাদান দ্বারা সৃষ্ট অ্যালার্জিক কনট্যাক্ট ডার্মাটোসিস ও কনট্যাক্ট আউর্টিকারিয়া
২.২.২. কর্মক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত স্বীকৃত সংবেদনশীল উপাদান দ্বারা সৃষ্ট ইরিট্যান্ট কনট্যাক্ট ডার্মাটোসিস
২.২.৩. কর্মক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত স্বীকৃত উপাদান দ্বারা সৃষ্ট ভিটিলিগো
২.৩.৪. অন্যান্য চর্মরোগ যাহা শারীরিক, রাসায়নিক বা জৈবিক উপাদানের সংস্পর্শে হয় এবং বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত

২.৩। মাস্কিউলোস্কেলেটাল রোগ:-

২.৩.১. কবজির অতিরিক্ত বা জোরালো চলাচল ও চরম ভঙ্গির কারণে রেডিয়াল স্টাইলয়েড টেনোসাইনোভাইটিস
২.৩.২. হাত ও কবজির দীর্ঘস্থায়ী টেনোসাইনোভাইটিস
২.৩.৩. কনুইয়ে দীর্ঘ সময় চাপের কারণে ওলেক্রানন বার্সাইটিস
২.৩.৪. দীর্ঘ সময় হাঁটু গেঁড়ে বসে থাকার কারণে প্রিপ্যাটেলার বার্সাইটিস
২.৩.৫. অতিরিক্ত জোরালো বা পুনরাবৃত্ত কাজের কারণে এপিকন্ডাইলাইটিস
২.৩.৬. হাঁটু গেঁড়ে বা বসে কাজ করার ফলে মেনিস্কাসে ক্ষতি
২.৩.৭. বারবার জোরালো কাজ, কম্পনযুক্ত কাজ বা কবজির চরম ভঙ্গির ফলে কার্পাল টানেল সিনড্রোম
২.৩.৮. অন্যান্য মাস্কিউলোস্কেলেটাল রোগ যেখানে বৈজ্ঞানিকভাবে কর্মঝুঁকির সহিত সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে

২.৪। মানসিক ও আচরণগত ব্যাধি:-

২.৪.১। পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার
২.৪.২। অন্যান্য মানসিক বা আচরণগত ব্যাধি

৩। পেশাগত ক্যান্সার

৩.১। নিম্নোক্ত উপাদান দ্বারা সৃষ্ট ক্যান্সার, যথা:-
৩.১.১. অ্যাসবেস্টস

৩.১.২. বেনজিডিন এবং এর লবণ
৩.১.৩. বিস-ক্লোরোমিথাইল ইথার (BCME)
৩.১.৪. ক্রোমিয়াম VI যৌগ
৩.১.৫. কয়লা টার, কয়লা টার পিচ অথবা সোয়েট
৩.১.৬. বিটা-ন্যাফথাইলামিন
৩.১.৭. ভিনাইল ক্লোরাইড
৩.১.৮. বেনজিন
৩.১.৯. বেনজিন বা এর সমজাতীয় যৌগের বিষাক্ত নাইট্রো ও অ্যামিনো ডেরিভেটিভ
৩.১.১০. আয়নাইজিং রেডিয়েশন
৩.১.১১. টার, পিচ, বিটুমেন, মিনারেল অয়েল, অ্যানথ্রাসিন বা এসবের যৌগ/উৎপাদ বা অবশিষ্টাংশ
৩.১.১২. কোক ওভেন নির্গমন
৩.১.১৩. নিকেল যৌগ
৩.১.১৪. কাঠের ধুলা
৩.১.১৫. আর্সেনিক ও এর যৌগ
৩.১.১৬. বেরিলিয়াম ও এর যৌগ
৩.১.১৭. ক্যাডমিয়াম ও এর যৌগ
৩.১.১৮. ইরিওনাইট
৩.১.১৯. ইথিলিন অক্সাইড
৩.১.২০. হেপাটাইটিস বি ও সি ভাইরাস
৩.১.২১. অন্যান্য উপাদান দ্বারা সৃষ্ট ক্যান্সার যেখানে কর্মসংক্রান্ত সংযোগ প্রমাণিত হয়েছে

৪। অন্যান্য রোগ

৪.১। খনি শ্রমিকদের নিস্ট্যাগমাস
৪.২। অন্যান্য নির্দিষ্ট রোগ যাহা তালিকাভুক্ত নহে কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে কর্মসংক্রান্ত সংস্পর্শে সৃষ্ট]

চতুর্থ তফসিল

[ধারা ১৫০ (৮) দ্রষ্টব্য]

ধারা ১৫০ (৮) এর বিধান সাপেক্ষে শ্রমিকের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের তালিকা।

কোন ব্যক্তি যিনি-

(১) রেলওয়েতে অথবা কোন কেরানী হিসাবে নিযুক্তি ব্যতীত, কোন লিফ্‌ট, অথবা বাষ্পীয় শক্তি অথবা যান্ত্রিক শক্তি অথবা বিদ্যুৎ শক্তি চালিত কোন গাড়ী চালনা বা রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত আছেন;

(২) এমন কোন বাড়ী-ঘর বা আঙ্গিনায় নিযুক্ত আছেন যেখানে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অথবা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট অথবা উহার আনুষংগিক উৎপাদিত জিনিষ সংক্রান্ত কোন কাজে নিয়োজিত আছেন, এবং যাহাতে বাষ্পীয়, পানীয় বা অন্য কোন যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার হয়, কিন্তু উৎপাদন প্রক্রিয়া চলে না-এরূপ কোন স্থানে বা কক্ষে কেবলমাত্র কেরানী হিসাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না;

(৩) অন্যূন পাঁচ জন ব্যক্তি [১][নির্দিষ্ট মজুরির বিনিময়ে] নিযুক্ত আছেন-এরূপ কোন বাড়ী-ঘর বা আঙ্গিনায় ব্যবহার, বহন অথবা বিক্রির জন্য কোন দ্রব্য বা দ্রব্যাংশ প্রস্তুতকরণ, পরিবর্তন করণ, মেরামতকরণ, অলংকরণ, সম্পূর্ণকরণ, অথবা অন্য কোনভাবে ইহাকে ব্যবহার উপযোগীকরণের কোন কাজে নিয়োজিত আছেন;

(৪) অন্যূন দশ জন ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন এরূপ কোন বাড়ী-ঘর বা আঙ্গিনায় কোন বিষ্ফোরক দ্রব্য উৎপাদন বা নাড়াচাড়ার কাজে নিয়োজিত আছেন;

(৫) কোন খনিতে কেরানীগীরির কাজ ব্যতীত, খনি সংক্রান্ত যে কোন কাজে অথবা উত্তোলিত খনিজ পদার্থ সংক্রান্ত কোন কাজে অথবা ভূগর্ভস্থ কোন কাজে নিয়োজিত আছেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার উদ্দেশ্যে এমন কোন খননকে খনি বলিয়া গণ্য করা হইবে না যাহাতে পূর্ববর্তী বারো মাসে কোন দিন পঞ্চাশ জনের অধিক ব্যক্তি কর্মরত ছিলেন না, অথবা কোন বিস্ফোরক ব্যবহৃত হয় নাই এবং যাহার গভীরতা ছয় মিটারের অধিক নহে;

(৬) সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাষ্পীয়, অথবা অন্য কোন যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা চালিত, কোন জাহাজ বা নৌযানে বা উহা দ্বারা টানিয়া নেওয়া হয় এরূপ কোন জাহাজ বা নৌযান মাস্টার, নাবিক বা অন্য কোনভাবে নিয়োজিত আছেন;

---

১ ''নির্দিষ্ট মজুরির বিনিময়ে'' শব্দগুলি বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৮ নং আইন) এর ৪৮ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

(৭) কোন জাহাজের মাস্টার বা নাবিক ব্যতীত, জাহাজে মালামাল বোঝাই, খালাস, জ্বালানী বোঝাই, নির্মাণ, মেরামত, ভাংগিয়া ফেলা, পরিষ্কার অথবা রং দেওয়ার কাজে নিযুক্ত আছেন; অথবা বন্দর আইন, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ১৫ নং আইন) এর অধীন কোন বন্দরের সীমানার মধ্যে জাহাজে মালামাল বোঝাই বা খালাস করার জন্য ব্যবহৃত পরিবহন পরিচালনা কাজে নিয়োজিত আছেন;

(৮) চট্টগ্রাম অথবা মংলা বন্দরে যান্ত্রিক শক্তিদ্বারা চালিত গাড়ীতে মাল উঠানো-নামানোর কাজে নিয়োজিত আছেন;

(৯) নিম্নলিখিত ধরণের নির্মাণ, মেরামত অথবা ভাংগিয়া ফেলার কাজে নিয়োজিত আছেন, যথা :-

(ক) কোন ভবন বা কাঠামো,

(খ) নীচ হইতে উপর পর্যন্ত ৬ মিটার বা ততোধিক উচ্চতা সম্পন্ন কোন বাঁধ,

(গ) কোন সড়ক, সেতু বা সুড়ংগ, অথবা

(ঘ) কোন হুয়ার্ফ, জেটি, সমুদ্র প্রাচীর অথবা কোন মুরিংসহ অন্য কোন নৌ-কাজ অথবা জাহাজ;

(১০) কোন টেলিগ্রাফ বা টেলিফোন লাইন বা খুঁটি অথবা ওভারহেড বৈদ্যুতিক লাইন বা ক্যাব্‌ল্‌ বা উহার জন্য খুঁটি স্থাপন, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ অথবা নামাইয়া ফেলার কাজে নিয়োজিত আছেন;

(১১) কেরাণী হিসাবে নিযুক্তি ব্যতীত, কোন রজ্জুপথ, ক্যানেল পাইপ লাইন অথবা পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ, বা ক্রিয়াকর্মে বা মেরামত অথবা ভাংগিয়া ফেলার কাজে নিয়োজিত আছেন;

(১২) দমকল বাহিনীর কোন কাজে নিয়োজিত আছেন;

(১৩) রেলওয়ের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনকারী কোন ব্যক্তি কর্তৃক চুক্তি সম্পাদনের জন্য সরাসরি বা কোন উপ-ঠিকাদারের মাধ্যমে, রেলওয়েতে নিয়োজিত আছেন;

(১৪) রেলওয়ে মেইল সার্ভিসে কোন উপ মহাপরিদর্শক, মেইল গার্ড, সর্টার বা ভ্যান পিয়ন হিসাবে নিযুক্ত আছেন, অথবা ডাক ও তার বিভাগে সাধারণতঃ বাহিরে কাজ করিতে হয়, এরূপ কোন পেশায় নিয়োজিত আছেন;

(১৫) ডাক, তার বা টেলিফোন বিভাগে বাহিরের কাজে ট্রেজারীর কেরানী হিসাবে নিয়োজিত আছেন;

(১৬) কেরাণী হিসাবে নিযুক্তি ব্যতীত, প্রাকৃতিক পেট্রোলিয়াম বা প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন কাজে নিয়োজিত আছেন;

(১৭) বিস্ফোরণ সংক্রান্ত কোন কাজে নিয়োজিত আছেন;

(১৮) পঁচিশ জনের অধিক ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন অথবা বিস্ফোরক ব্যবহৃত হয় অথবা উপর হইতে নীচ পর্যন্ত যাহার গভীরতা ৬ মিটারের বেশী এরূপ কোন নির্মাণ বা খনন কাজে নিয়োজিত আছেন;

(১৯) দশ জনের অতিরিক্ত লোক বহন ক্ষমতা সম্পন্ন কোন ফেরী বোট চালনার কাজে নিয়োজিত আছেন;

(২০) কেরাণী হিসাবে নিযুক্তি ব্যতীত, কফি, রাবার বা চা উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত এবং অন্যূন পঁচিশ ব্যক্তি কর্মরত, এরূপ কোন বাগানে নিয়োজিত আছেন;

(২১) কেরাণী হিসাবে নিযুক্তি ব্যতীত, বিদ্যুৎ উৎপাদন, উহার সরবরাহ বা হ্রাস-বৃদ্ধি অথবা গ্যাস উৎপাদন বা সরবরাহের কাজে নিয়োজিত আছেন;

(২২) বাতিঘর আইন, ১৯২৭ (১৯২৭ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ২(ঘ) তে সংজ্ঞায়িত কোন বাতিঘরের কাজে নিয়োজিত আছেন;

(২৩) জনসমক্ষে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্র নির্মাণ বা উহার প্রদর্শনের কাজে নিয়োজিত আছেন;

(২৪) হাতী বা অন্য বন্য জন্তুকে প্রশিক্ষণদানের কাজে বা উহার পালন বা কোন ক্রিয়া-কর্মে নিয়োজিত আছেন;

(২৫) তালগাছ হইতে রস সংগ্রহ করা, গাছ কাটা বা উহা খন্ড খন্ড করা বা অভ্যন্তরীণ জলপথে উহা একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া অথবা দাবানল নিয়ন্ত্রণ বা নির্বাপনের কাজে নিয়োজিত আাছেন;

(২৬) হাতী বা অন্যান্য বন্য জন্তু ধরা বা শিকারের জন্য কাজে নিয়োজিত আছেন;

(২৭) ড্রাইভার হিসাবে নিয়োজিত আছেন;

(২৮) পণ্য গুদামজাত করা হয় এবং অন্যূন দশ ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন এরূপ কোন গুদাম ঘর বা অন্য কোন জায়গায় বা উহার সীমানায় অথবা অন্যূন একশত ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন এরূপ কোন বাজার বা উহার সীমানায় পণ্য নাড়া-চাড়া বা পরিবহনের কাজে নিয়োজিত আছেন;

(২৯) রেডিয়াম বা এক্স-রে যন্ত্রপাতি চালনা বা নাড়া-চাড়া করিতে হয় অথবা তেজস্ক্রীয় উপাদানের সংস্পর্শে আসিতে হয় এরূপ কোন কাজে নিয়োজিত আছেন;

(৩০) কোন সড়ক পরিবহন সার্ভিসে ড্রাইভার, ক্লীনার, কন্ডাক্টর এবং চেকার হিসাবে নিয়োজিত আছেন; অথবা

(৩১) পাহারা টহলদারীর কাজে নিয়োজিত আছেন ।

পঞ্চম তফসিল

[ধারা ১৫১ দ্রষ্টব্য]

কতিপয় ক্ষেত্রে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ

জখম প্রাপ্ত শ্রমিকের মাসিক মজুরীস্তর	ক্ষতিপূরণের পরিমাণ		অস্থায়ী অক্ষমতার কারণে মাসিক অর্থ হিসাবে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ।
	মৃত্যুজনিত কারণে	স্থায়ী সম্পূর্ণ অক্ষমতার কারণে	
১	২	৩	৪
শ্রমিকের মাসিক মূল মজুরী যাহাই হউক না কেন	টাঃ [১][২,০০,০০০]	টাঃ [২][২,৫০,০০০]	অক্ষমতার মেয়াদকালের জন্য, অথবা এক বৎসর পর্যন্ত, যাহা কম হইবে, ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে। উক্তরূপ ক্ষতিপূরণ প্রথম দুই মাসের জন্য সম্পূর্ণ মাসিক মজুরী, পরবর্তী দুই মাসের জন্য মাসিক মজুরীর দুই-তৃতীয়াংশ এবং তৎপরবর্তী মাসগুলির জন্য মাসিক মজুরীর অর্ধেক হারে প্রদান করা হইবে। দীর্ঘকাল স্থায়ী পেশাগত ব্যাধির ক্ষেত্রে অক্ষমতার জন্য ক্ষতিপূরণ মাসিক মজুরীর অর্ধেক হারে অক্ষমতার মেয়াদকালে প্রদান করা হইবে, তবে এই মেয়াদ কোন ক্ষেত্রেই দুই বৎসরের অধিক হইবে না।

---

[১] "২,০০,০০০" সংখ্যাটি "১,০০,০০০" সংখ্যার পরিবর্তে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৮ নং আইন) এর ৪৯ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[২] "২,৫০,০০০" সংখ্যাটি "১,২৫,০০০" সংখ্যার পরিবর্তে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৮ নং আইন) এর ৪৯ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।